৬. সুখদুঃখ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পড়ুয়ারা কবিতাটির করুণ ভাবার্থটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে এবং অপরের প্রতি তারা আরও সহানুভূতিশীল হবে।

বসেছে আজ রথের তলায়
স্নানযাত্রার মেলা—
সকাল থেকে বাদল হল,
ফুরিয়ে এল বেলা।
আজকে দিনের মেলামেশা
যত খুশি যতই নেশা
সবার চেয়ে আনন্দময়
ওই মেয়েটির হাসি—
এক পয়সায় কিনেছে ও
তালপাতার এক বাঁশি।

বাজে বাঁশি, পাতার বাঁশি
আনন্দস্বরে।
হাজার লোকে হর্ষধ্বনি
সবার উপরে।

ঠাকুরবাড়ি ঠেলাঠেলি
লোকের নাহি শেষ,
অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারায়
ভেসে যায় রে দেশ।
আজকে দিনের দুঃখ যত
নাই রে দুঃখ উহার মতো,
ওই-যে ছেলে কাতর চোখে
দোকান-পানে চাহি—
একটি রাঙা লাঠি কিনবে
একটি পয়সা নাহি।

চেয়ে আছে নিমেষহারা
নয়ন অরুণ—
হাজার লোকের মেলাটিরে
করেছে করুণ।

Scanned with CamScanner

জেনে রাখো

সংক্ষেপে কবির কথা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। জন্ম ৭ মে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ, ২৫শে বৈশাখ ১২৬৮ বঙ্গাব্দ, কলকাতায় জোড়াসাঁকো ঠাকুরপরিবারে। বাবা, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মা, সারদা দেবী। ছোটোবেলায় কলকাতার বিভিন্ন স্কুলে ভর্তি হলেও, স্কুলের বাঁধাধরা পড়া ভালো না-লাগায় পড়া শেষ করেননি। বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ করেছেন বাড়ির গৃহশিক্ষকের কাছে। ১৭ বছর বয়সে ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেত যান। কিন্তু দেড় বছর বাদে পিতার আদেশে দেশে ফিরে আসেন। ১৮৮৩ সালে, ২২ বছর বয়সে ভবতারিণী দেবীর (পরে এই নাম বদলে মৃণালিনী রাখা হয়) সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৯১৩ সালে গীতাঞ্জলি: সঙ্গ অফারিংস নামে কাব্যের জন্য সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ইংরেজ সরকারের দেওয়া 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নানা দিকে তাঁর দান অসামান্য। রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী ও লেখক। ছোটোদের জন্য তাঁর কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ: শিশু, কথা ও কাহিনি, শিশু ভোলানাথ, খাপছাড়া প্রভৃতি। ১৯৪১ সালের ৭ অগাস্ট, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২শে শ্রাবণ তাঁর জীবনাবসান হয়। এই কবিতাটি তাঁর ক্ষণিকা নামের কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

সংক্ষেপে কবিতার কথা: সুখ আর দুঃখ হাত ধরাধরি করে পাশাপাশি চলে। রথতলায় নানযাত্রার মেলা বসেছে। সারাদিন বৃষ্টি। দিন শেষ হয়ে এসেছে। মেলায় অনেক লোক। কেনাকাটার ভিড়। খুশির কোলাহল। সেই কোলাহলের মধ্যে সবচেয়ে আনন্দময় দৃশ্য হল একটি মেয়ের হাসি। সে এক পয়সা দিয়ে তালপাতার বাঁশি কিনে বাজাচ্ছে। তার বাঁশির আওয়াজ হাজার লোকের আনন্দধ্বনি ছাপিয়ে উঠেছে।

ঠাকুর জগন্নাথদেবের মন্দিরের সামনে লোকে লোকারণ্য। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়ছে। তার মধ্যে দাঁড়িয়ে একটি ছেলে। তার ইচ্ছে, একটি রাঙা লাঠি কিনবে। কিন্তু কেনার পয়সা নেই। সে কাতর চোখে দোকানের দিকে চেয়ে রয়েছে। ছেলেটির এই করুণ চাউনি হাজার লোকের আনন্দমেলাকে বিষণ্ণ করে তুলেছে। মেলার আনন্দ কোলাহল ছাপিয়ে ছেলেটির বেদনাই বড়ো হয়ে উঠেছে।

শব্দের অর্থ ও ব্যাকরণ

রথের তলায়—রথতলায়। যেখানে রথ থাকে তার আশপাশের জায়গাকে বলে রথতলা। রথের দিন এখান থেকেই রথযাত্রা শুরু হয়

বাদল—বৃষ্টি। অন্যমানে: মেঘবৃষ্টি, বর্ষাকাল, বর্ষণ

মেলামেশা—যোগাযোগ, মিলন

নেশা—এখানে মানে, মেলায় ঘুরে ঘুরে জিনিসপত্র দেখা ও কেনাকাটার ঝোঁক

আনন্দময়—আনন্দে পরিপূর্ণ, আনন্দদায়ক। পুংলিঙ্গ। স্ত্রীলিঙ্গ—আনন্দময়ী

তালপাতার—তালগাছের পাতার

আনন্দস্বরে—আনন্দে পরিপূর্ণ স্বরে। স্বর = আওয়াজ।

মেয়েটি মনের খুশিতে বাঁশি বাজাচ্ছে। তাই সেই খুশির ভাবটিই বাঁশির শব্দের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে

হর্ষধ্বনি—আনন্দ প্রকাশ করে এমন আওয়াজ। আনন্দসূচক শব্দ। হর্ষ = আনন্দ, ধ্বনি = আওয়াজ

ঠাকুরবাড়ি—ঠাকুর জগন্নাথদেবের মন্দির

অবিশ্রান্ত—যা থামে না। শ্রান্তিহীন, অনবরত, অবিরাম। বিপরীত শব্দ—বিশ্রান্ত

চাহি—চেয়ে থাকা। কেবল কবিতায় ব্যবহৃত হয়

নাহি—নাই। কেবল কবিতায় ব্যবহৃত হয়

নিমেষহারা—অপলক, পলকহীন, নির্নিমেষ। নিমেষ = পলক

Scanned with CamScanner

এক দিকে নতু

নয়ন—চোখ
অরুণ—ঈষৎ লাল, রক্তিম। অন্য মানে সূর্য।
জটায়ু সূর্যদেবের রথের সারথি। স্ত্রীলিঙ্গ—অরুণা
করুণ—বিষণ্ণ, দুঃখজনক। বিশেষণ।
বিশেষ্য—কারুণ্য।

মেলাটিরে—জনতার মেলাটিকে। এখানে মানে, অনুষ্ঠান হাট। মেলা শব্দের অনেক মানে আছে। কয়েকটি দেখে রাখ: খোলা (চোখ মেলা), ছড়ানো (ডানা মেলা), পাওয়া (দোকানে জিনিস মেলা), সমান হওয়া (জোড়মেলা), অনেক (মেলা লোক), সমাবেশ (পুতুলমেলা)

ব্যাখ্যা

১. স্নানযাত্রার মেলা

জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমার দিন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা উৎসব। অর্থাৎ এইদিন জগন্নাথদেবকে (সেই সঙ্গে সুভদ্রা, বলরাম) স্নান করানো হয়, এর ১৬ দিন পরে আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে হয় রথযাত্রা। সেদিন জগন্নাথদেব রথে চড়ে মন্দির থেকে গুণ্ডিচা বাড়ি যাত্রা করেন। জগন্নাথদেবের জন্য পুরী বা শ্রীক্ষেত্রে এই বিশেষ মন্দিরটি তৈরি করেন সূর্যবংশীয় অবন্তীরাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের স্ত্রী গুণ্ডিচা দেবী। জগন্নাথদেব সেখানে এক সপ্তাহ থাকার পর পুনর্যাত্রায় (উল্টোরথে) নিজ মন্দিরে ফিরে আসেন। এই গুণ্ডিচা যাত্রা আসলে জগন্নাথদেবের মাসীর বাড়ি যাওয়ার উৎসব।

২. বাজে বাঁশি, পাতার বাঁশি
আনন্দস্বরে।
হাজার লোকের হর্ষধ্বনি
সবার উপরে।

তালপাতার বাঁশি কিনে মেয়েটি আনন্দে বাজাচ্ছে। বাঁশির সেই আওয়াজ মেলায়-আসা হাজার হাজার মানুষের কো ছাপিয়ে উঠেছে। তালপাতার বাঁশিটি সামান্য, কিন্তু সেই বাঁশির আওয়াজ যে আনন্দের পরিবেশ রচনা করেছে তা অ মেয়েটির আনন্দের ভাগ নিয়ে মেলা এখন আনন্দময়।

৩. চেয়ে আছে নিমেষহারা
নয়ন অরুণ—
হাজার লোকের মেলাটিরে
করেছে করুণ।

গরিব ছেলেটি রাঙা লাঠি কিনতে পারেনি। সে অপলক চোখে দোকানের লাঠিটির দিকে চেয়ে আছে। মনের দুঃখে তা লাল হয়ে উঠেছে। মেলায় হাজার লোকের ভিড়। আনন্দ কোলাহল। কিন্তু এই একটি ছেলের দুঃখ এতবড়ো মেলার মু হাসি কেড়ে নিয়ে মেলাটিকে বিষণ্ণ করে তুলেছে। ছেলেটির দুঃখের ভাগ নিয়ে মেলা এখন নিরানন্দময়।

Scanned with CamScanner